চিত্রকর বনাম বিজ্ঞাপনের দালাল

এদেশের আর্ট স্কুল বা কলেজ থেকে প্রতিবছর অনেক তরুণ চিত্রকর ডিপ্লোমা অর্জন করে জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁরা প্রায় সবাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের প্রতিভাবান সন্তান। তাঁদের প্রায় সকলেরই শুরুতে অনেক উচ্চাশা থাকে। অনেকেই একদিন 'মাস্টার পীস' এঁকে জগদ্বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখেন। অনেকেই কিছুদিনের মধ্যে একক প্রদর্শনী করেন নিজেদের কাজের, পত্রিকার চিত্র-সমালোচকদের নিন্দামিশ্রিত প্রশংসায় সহজে নিরুৎসাহ হন না কিছুদিন। তারপর এমন একদিন আসে যখন ছবি বিক্রির কথাটা আর এড়ানো যায় না। জীবনের বাস্তব সমস্যার তাড়নায় অনেকেই বাঁধা মাইনের চাকুরিতে ঢুকে পড়েন—কেউ ড্রইং মাস্টারিতে ঢোকেন, কেউ বিজ্ঞাপনের দালাল-কোম্পানির স্টুডিয়োতে। এসব দালাল-কোম্পানিরা কিছু ভারতীয়, কিছু ইংগ ভারতীয়, কিছু আমেরিকান-ভারতীয় মূলধনে চলে—কোম্পানির এ দেশের হর্তাকর্তারা প্রায়শই সবাই ভারতীয়। ভারতের চিত্রকরদের রাজ্যে এই ঘটনা ঘটে চলেছে বিগত প্রায় ২৫/৩০ বছর ধরে।

যাঁরা এসব চাকরিতে ঢোকেন না তাঁরা হয় দুঃসাহসী, নয়তো অগত্যা ঢোকেন না, তারা বইয়ের প্রচ্ছদ এবং গল্পাদির ইলাসট্রেশন এঁকে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকেন। এঁদের ব্যবসার ক্ষেত্রে মর্মান্তিক প্রতিযোগিতা। এবং তাদের সংখ্যা চাকুরেদের অনুপাতে কম, কিন্তু তারাও ঐসব দালাল কোম্পানিদের দ্বারস্থ হতে প্রায়শই বাধ্য হন এবং দালালদের প্রয়োজন ও রুচিগত কাজ করতে বাধ্য হন একমাত্র পেটের দায়ে।

এ দেশের চারটি মহানগরীতে—বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে অনেকগুলি বিত্তশালী বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনের দালাল কোম্পানি আজ বহু চিত্রকরের প্রতিভা এবং শ্রমের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত—(যদিও এক্ষেত্রে প্রতিভা না বলে পটুত্ব বলাই ভালো হবে) কোম্পানিগুলি বহু লক্ষ টাকার কারবার করেন প্রতিবছর, তাদের মুনাফার বহর আমরা জানি না, কিন্তু জানি যে তাদের মাইনে-বাঁধা চাকুরে চিত্রকরদের কোনো দিক দিয়েই সৌভাগ্যবান বলা যায় না। কোম্পানির স্টুডিয়ো মানে সারিবদ্ধ ডেস্কের সামনে চেয়ার পাতা হল ঘর। চিত্রকরেরা পাশাপাশি বসে যে যার নির্দিষ্ট কাজ করেন। কাজের সময়: অফিসের সময়—দশটা পাঁচটা। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন আর্ট ডাইরেক্টর। তিনি কাজ ঠিক করে দেন, কাজ বুঝে নেন। তাদের মাইনে ন্যূনতম ৬০/৭৫ টাকা ঊর্ধ্বতম ২০০/২৫০ টাকা।

আর্ট ডাইরেক্টরদের মাইনে ২০০০/৩০০০ টাকা। যদিও তিনি স্টুডিয়োর অন্যান্য

চাকুরে চিত্রকরদের মতোই একই রকমের ডিগ্রিধারী চিত্রকর। কিন্তু তাঁর কাজের গুরুত্ব অপরের চেয়ে অনেক বেশী—সম্পূর্ণ স্টুডিয়োর পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর। প্রত্যেক চিত্রকরকে দিয়ে মিতব্যয়ে প্রয়োজন মতো কাজ সময়মতো সুসম্পন্ন করিয়ে নেবার ভার তাঁর ওপর। চিত্রকরদের যোগ্যতা বিচার করে চিত্রকর নিয়োগ করা থেকে স্টুডিয়োর সব কিছু সামলাতে হয় তাঁকে। আর্ট ডাইরেক্টর না হলে স্টুডিয়ো অচল, তাঁর খ্যাতিতেই স্টুডিয়ো চলে—কোম্পানি চলে বললে অন্যায় হবে না।

আর্ট ডাইরেক্টরের অধীনস্থ চিত্রকরেরা প্রত্যেকে সমগ্র কাজের একেক অংশ বিশেষ সম্পূর্ণ করেন। তাদের সকলেরই ছবি আঁকার হাত খুবই দক্ষ। তাদের কাজ করতে হয় খুবই দ্রুত এবং ঘষামাজা পরিপাটি পরিচ্ছন্নভাবে—প্রায় যন্ত্রের মতো—কিন্তু সবই হাতের কাজ। তাদের মাথা খাটিয়ে নতুন ছবি বা নতুন ঢং নতুন রং কিছুই বার করতে হয় না—সে সব ঠিক করে দেন আর্ট ডাইরেক্টর। তাঁর অধীনস্থেরা অনেকটা কলের মতো আজীবন কাজ পয়দা করে যান। এই হলো এদেশের বিজ্ঞাপন দালাল কোম্পানির স্টুডিয়োর চাকুরে চিত্রকরদের মোটামুটি পরিচয়।

আমার পরিচিত কোনো কোনো সাধারণ চাকুরে চিত্রকর গত বিশ বছর চাকুরির পর বলেন: 'আমরা তো হুজ্জাম নাপিত। আমরা চিত্রবিদ্যাদেবীর মাথা মুড়িয়ে রুজি রোজগার করি, ব্রাদার, কত্তাদের দাড়িও কামাই তাও বলতে পারো। নিজের ইচ্ছে মতো ছবি আঁকা ভুলে গেছি কবে তাও মনে নেই। তেমন ইচ্ছে আর হয় না। কত্তাদের খদ্দের খুশি না হলে আমাদের চাকরী যাবে—সেই ভয়ে তাঁরা যা আঁকান তাই আঁকি। অসহ্য বোধ হয় মাঝে মাঝে এই গোলামি কিন্তু নিরুপায়। বিয়ে সাদী করেছি, বাল বাচ্চা সব হয়েছেন, দু'বোনের বিয়ে দিতে হবে, ছোটো ভাই বেকার, মা বুড়ী ভি আজও টিঁকে আছেন। আমাদের তো স্বাধীন চিত্রচর্চার কথা চিন্তা করাও পাপ।...'

আর্ট ডাইরেক্টরদের মুখেও সেই এক বাণী শুনেছি। তাঁরা যদিও অনেক বেশি পয়সা বোনাস ইত্যাদি পান—তবু তাঁরাও খুব স্বাধীন নন, তাঁদেরও কত্তা আছেন—একজিকিউটিভ শ্রেণী। তাঁদের—আর্ট ডাইরেক্টরদের আয়ের চেয়ে ব্যয় কম নয়—প্রেস্টিজের বালাই আছে। তারও বড়ো কথা, কর্মক্ষেত্রে নিত্য নতুন কাজ পয়দা করতে হয় কলের মতো এবং বিচিত্র সব কাজ নানান পণ্য নিয়ে। মগজের উদ্ভাবনী শক্তির সীমা আছে, তাই আইডিয়া আহরণ করতে হয় তাঁদের অন্যের আইডিয়া থেকে, এবং তার জন্য—সৌভাগ্যের বিষয়—বিশেষ করে আমেরিকান সচিত্র পত্রিকাগুলি দুষ্প্রাপ্য নয়। লাইফ, স্যাটার্ডে ইভনিং পোস্ট, লেডিজ্ হোম্ জার্নাল—আরো অগণ্য বিজ্ঞাপনের মেড্ ঈজি সুলভে পাওয়া যায়,—অফিসের কাজের বাইরে সময় দিতে হয় বটে, কিন্তু তৈরি আইডিয়াকে একটু ঢেলে সাজিয়ে খাড়া করলেই হোলো। অধুনা কালার ফোটোগ্রাফের মুদ্রণে উন্নতি হওয়ায় আরেক সুবিধা হয়েছে মডেলের ফোটো দিয়ে বেশ সহজেই কার্যোদ্ধার হয়। এমন কি কালার না হলেও কালো সাদা ফোটোতেও চলে। কিন্তু চিত্র-শিল্পী হওয়া আর আর্ট ডাইরেক্টর হওয়া তো এক ব্যাপার নয়। তাই এক আর্ট

ডাইরেক্টরকেও লাইফের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলতে শুনেছিলাম : 'আমরা তোমাদের মতো আর্টিস্ট নয় মশায়, আমরা হলাম হজ্জাম—নাপিত। আমরা আর্টের মাথা মুড়িয়ে রুজি রোজগার করি।...'

বিজ্ঞাপনের দালাল-কোম্পানির স্টুডিয়োর চিত্রকরদের মতো কর্মনিষ্ঠ চাকুরে ঝানু কেরানী কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের ছবি আঁকায় হাতের সুপটুত্বের কথা আগেই বলেছি—দ্রুত এবং পরিপাটি কাজ পয়দা এঁদের বিশেষত্ব, এঁদের ছবি ফোটোগ্রাফের চেয়ে প্রকৃতির নকল হিসেবে কোনো হিসেবে কম নিখুঁত নয়, এঁদের হাতের লেখা ছাপার হরফ বলে ভুল হবে, ছবিতে বিষয়বস্তু এবং লেখা সাজানো আমেরিকান যে কোনো কাজের সমতুল। এবং আমি দেখেছি, অনেকেই স্টুডিয়ো ছুটির পরও রাত ৮/৯ টা অবধি ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় দিনের অসমাপ্ত কাজ ফিনিশ করেন, অনেকে কাজ বাড়ীতে বহে এনে সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া অনেক সাধারণ চাকুরে চিত্রকর আর্ট ডাইরেক্টরের প্রাইভেট কমিশনের কাজ ফিনিশ করে দেন উপরি ২০/২৫ টাকার মজুরীতে। অনেক আর্ট ডাইরেক্টর দেখেছি নিয়মিত ভাবে প্রাইভেট কমিশন জোগাড় করেন কিন্তু নিজে সেসব কাজ সম্পূর্ণ করবার সময় পান না। ছবির খসড়া করে দিয়ে অধীনস্থদের দ্বারা সে সব ছবি ফিনিশ করিয়ে নেন। অধীনস্থেরাও মাঝে মাঝে প্রাইভেট কাজ পান—যেমন পুরোনো ছোটো গ্রুপ ফোটোর মাঝ থেকে একটি ছোটো ঘোলা মুখ থেকে বড়ো অয়েল পেন্টিং করে দেওয়া—তা থেকে মাঝে মাঝে বড়ো জোর ৫০ টাকা উপরি হয় গরীবের।

স্টুডিয়োর কাজের চাপে পড়ে এঁরা প্রায় সকলেই বহি-প্রকৃতির চিত্রানুশীলন করতে পারেন না। চিত্র সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে পারেন না, এমনকি অনেকে চিত্র প্রদর্শনী দেখতেও যান না। বলেন : 'সময় কোথায়, ব্রাদার? তাছাড়া, মন খারাপ হয়ে যায় একজিবিশনে গেলে। মনে পড়ে যায়—আমরা তো হজ্জাম, আর্টের সংগে সম্পর্ক কী আমাদের? তার চেয়ে বৌ ছেলে পিলে নিয়ে ফিলম্ দেখে আসি মাঝে মাঝে, বেশ সময় কাটে, ওরাও খুশি হয়।' কিন্তু কোনো কোনো আর্ট ডাইরেক্টরকে দেখেছি নিয়মিত ভাবে উল্লেখযোগ্য একজিবিশনগুলি সবই যত্ন সহকারে দেখতে। তাঁরা নতুন ট্যালেন্ট সন্ধান করেন 'তাদের' স্টুডিয়োর জন্যে, নতুন আইডিয়া পেলে তার সদ্ব্যবহার করেন যথা সময়ে এবং যথাস্থানে।

এদেশের এতোগুলি বিজ্ঞাপন-দালাল-স্টুডিয়োর শত শত চিত্রকরেরা চিত্র হিসেবে কী সম্পদ বা জঞ্জালের অফুরন্ত 'অবদান' দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সমাজকে? বিজ্ঞাপন-দাতার পণ্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বেশি তাঁদের ঐকান্তিক পরিশ্রমের সকল ফসলের আর কোনো সার্থকতা বা উদ্দেশ্য নেই। সে সব কাজে মন দিয়ে দ্রষ্টব্য, হৃদয় দিয়ে রসানুভবের কিছুই থাকে না। ছবির অপব্যবহার হয় বিজ্ঞাপনে। সে সব ছবিতে থাকে নিবেধি বাহ্যিক আকর্ষণ—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থূল যৌন আবেদন, নারী-দেহের নির্লজ্জ অবমাননাকর অসদ্ ব্যবহার। কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে 'ভারতীয়তার'

নামে এদেশের প্রাচীন শিল্প সম্পদগুলির নির্মম অপব্যবহার করা হয়—ধান ভানতে শিবের গীতের মতো—প্রসাধন পণ্যের সঙ্গে অজন্তার বৌদ্ধ নারীর ছবি, কাগজ কোম্পানির ক্যালেন্ডারে মোগোল রাজপুত মিনিয়েচার সেসব বিজ্ঞাপন দেশের লোকের মনে দেশের ঐতিহ্য সম্পদের প্রতি তথা নারী দেহের প্রতি অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্যের বোঁশ কিছু উদ্রেক করা হয় না। বিজ্ঞাপনের পণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানোই বিজ্ঞাপনের ছবির কাজ। সে কাজ বিজ্ঞাপনদাতা ও তাঁর দালালদের ব্যবসায়ের হিত সাধন করে তা খুবই সত্য। কিন্তু সমাজের চোখে চিত্রের ভূমিকাকে বাজারে ঢাক পেটানোর কাজে নামিয়ে আনা হয়, সেই সঙ্গে চিত্রকরকেও সেই স্তরেই নেমে আসতে বাধ্য করা হয় অন্নের বিনিময়ে। এ কথার মর্মান্তিক বেদনাময় সত্য বুঝতে হলে স্মরণ করা দরকার যে এককালে চিত্র বিশেষ করে নারী প্রতিমা দেবালয়ের পবিত্র স্থানে এদেশের চিত্রকররাই স্থান দিয়েছিলেন এবং ছবির স্থান ছিল তীর্থস্থানে ও রাজা বাদশাদের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারে। এবং তাকে আজ বিজ্ঞাপনের দালালেরা পণ্যের সেবাদাসী করে বাজারে দাঁড়া করিয়েছেন। দালালদের মাথা ব্যথা তো চিত্র বা চিত্রকর বা নারী-দেহ বা দেশের ঐতিহ্য কোনো কিছুরই প্রতি সম্মান দেখানো নয়, তাঁদের এবং তাঁদের ক্লায়েন্ট বিজ্ঞাপন দাতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন। দাড়ি কামানোর ব্লেড-এর বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি নারী মূর্তি সহযোগে রচনা হয়েছে! মানুষের দৈহিক সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে ব্যবহারের পণ্য বিক্রি করা বিজ্ঞাপনের কাজ, শিল্পপ্রেম নয়। শুধু চিত্রকরদের কাজ থেকেই সেই প্রেম আশা করা যায়। এবং দেশের লোকের কাজ থেকেও।

সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলি যদিও বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনের দালাল-কোম্পানি থেকে পয়দা হয় না, ফিলম্‌অলাদের নিজস্ব বাঁধা চিত্রকরেরা সে সব পোস্টার এবং পত্রিকার বিজ্ঞাপন পয়দা করেন, তবু সেগুলিতে সচরাচর যে জঘন্য রুচির উচ্চণ্ড বহুল প্রচার দেশময় আজ ছড়িয়ে পড়েছে তার কুপ্রভাব অন্যান্য বিজ্ঞাপনের ওপরেও কিছু কম হচ্ছে না। অভিজাত-দর্শন সুন্দরী ভারতীয় তরুণী রূপবান স্মার্ট ভারতীয় তরুণের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন, টাইট-স্ল্যাকপরা সুন্দরী ভারতীয় তরুণী সুদৃশ্য গালচেতে দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমের ভান করেছেন—এমন সব বিজ্ঞাপন দেখে ফিলমের কথা মনে পড়ে। এ দেশের, বিশেষ করে বোম্বাইয়ের ফিলমের বিজ্ঞাপনগুলিতে আমেরিকান কুরুচির প্রভাব উৎকটরূপে স্পষ্ট। ইয়োরোপীয় সিনেমা পোস্টারে তবু সুরুচি এবং চিত্র মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কিছু থাকে,—কিন্তু এদেশে সে জাতের সিনেমা-পোস্টার অতি অল্পই কদাচিত দেখা যায়। এ দেশের সিনেমা পোস্টার ইত্যাদি এ দেশেরই চিত্রকরদের সৃষ্টি, তাই সে কাজের উল্লেখ করা এ প্রসংগে বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন দেখি যে সিনেমা-পোস্টারের প্রভাবে দেশবাসীর সৌন্দর্যবোধ বিকৃত হচ্ছে তখন বিজ্ঞাপন জগত সম্বন্ধে কোনো সৌহার্দ্য পোষণ করা সম্ভব হয় না। নির্লজ্জ 'মোহব্বতের' এবং নির্লজ্জতর উৎকট পোষাক ও অঙ্গভঙ্গির বিশালয়তন এবং অত্যুগ্র বর্ণের অগণ্য পোস্টারের জ্বালায় নগরে কোনো দিকে চোখ পাতা যায় না। তেমনি সব বিজ্ঞাপিত ছবির নামগুলি

'আও পেয়ার করে', 'পেয়ার কিয়া তো ডর্‌না ক্যায়া ?' শ্রেণীর নামগুলি তো কদর্য রুচি পরিবেশন করে। এসব পোস্টার সরকারি সেন্সরের দৃষ্টিতে পড়ে না কি ? বিজ্ঞাপন-দাতারা বিজ্ঞাপন-দালালদের সাহায্যে চিত্রকরদের এবং চিত্রবিদ্যাকে অপব্যবহারে প্রয়োগ করছেন এবং জনসাধারণের রুচিকে নষ্ট করছেন – একথা আজ আর অবজ্ঞা করলে চলে না। বিশেষ করে শিল্প-রসিকদের চলে না।

তারপর, কিছুদিন অবধি বিজ্ঞাপন জগতে 'আধুনিক' ছবির ক্যালেণ্ডার পয়দা হতে দেখা যাচ্ছে। সেগুলিকে বিজ্ঞাপন-দালালেরা নাম দিয়েছেন 'প্রেস্টিজ ক্যালেণ্ডার', মামুলি ক্যালেণ্ডারের নাম 'বাজার ক্যালেণ্ডার'। প্রেস্টিজ-ক্যালেণ্ডারে ছবিতে উচ্চাঙ্গ বা উন্নাসিক 'আর্টের' নামে রং ঢং ইত্যাদির যথেচ্ছাচার এবং বাজার ক্যালেণ্ডার বাজারের উপযুক্ত হয় নারীমূর্তি বা 'ধর্মমূলক' বিষয়ের ছবি আর তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতা ও পণ্যের সিংকার ঘোষণা আর উভয় ক্ষেত্রেই ক্যালেণ্ডার অতি নগণ্য লেজুড় মাত্র। প্রেস্টিজ্‌ ক্যালেণ্ডার বিদেশে উপহার পাঠানো হয়।

প্রেস্টিজ ক্যালেণ্ডারের 'আধুনিক' ছবি বেশির ভাগই দালাল-কোম্পানির স্টুডিয়োতে আঁকা হয় না, বাইরের 'ফ্রী লান্স আর্টিস্ট' বা স্বাধীন চিত্রকরদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ক্লায়েন্ট্‌দের কাছে বেচেন দালালরা। ক্লায়েন্ট্‌ স্বয়ং চিত্রকরের কাছে গিয়ে ঐসব 'আধুনিক' ঢং ও মর্মের ছবি কেনেন না। দালালদের ওপর 'নতুন কিছু' খুঁজে বার করে আনার ভার ছেড়ে দেন ক্লায়েন্ট্‌। দালালেরা তাঁদের নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি রুচি আর্টজ্ঞান ইত্যাদি অনুযায়ী সে-সব ছবি পছন্দ করেন—বেশির ভাগ দালালের ঐসব গুণাবলী অতি স্থূল এবং নির্বোধ—চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং অন্ধ—এক কথায় বাজার-ক্যালেণ্ডারের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা ক্লায়েন্ট্‌ খুশি করবার তাগিদেই বাধ্য হয়ে 'আধুনিক চিত্রকরদের' দ্বারস্থ হন।

তাঁরা সচরাচর উদীয়মান স্বাধীন আধুনিক চিত্রকরদের কাছেই যাওয়া পছন্দ বা নিরাপদ মনে করেন, এবং ছবি দেখে বলেন : 'আপনার এসব কাজ খুবই নতুন ঢং-এর খুবই ভালো লাগলো আমার, পিকাসো-টিকাসো বুঝিনে মশাই, কিন্তু আপনার এসব কাজ যদি মডার্ন আর্ট হয় তবে আমিও মডার্ন আর্টকে শ্রদ্ধা করতে পারি, বুঝতে পারি। খুবই উচ্চশ্রেণীর কাজ আপনার, ব্যক্তিগতভাবে আমি একদম মুগ্ধ আপনার কাজ দেখে। কিন্তু কী জানেন, আমার ব্যক্তিগত পছন্দ তো এখানে বড়ো কথা নয়, জানেনই তো কীসব জীব এ দেশের ক্লায়েন্ট্‌রা সবাই, মক্কেলেরা সবাই মুখেই বলেন তাঁরা এখন নতুন ঢং-এর কাজ চান, মডার্ন আর্ট চান, তা না হলে আজকাল আর তাদের প্রেস্টিজ থাকচে না। কিন্তু তা তো নয়। ওসব ওঁদের ফ্যাশনেব্‌ল্‌ সোসাইটির ফাঁকা বুলি। ওঁরা আসলে কী চান আর কী চান না তা আমরা বুঝি। ওঁদের রুচি বিদ্যে-বুদ্ধি সব বুঝে চলাই আমাদের কাজ। আমি বলছি শুনুন—এই যে এই ছবিটা—এটি চলতে পারে ক্যালেণ্ডারে—এরকমটি আরো পাঁচখানি চাই। সে কথা পরে হবে। এখন আমার মনে হয়—ক্লায়েন্টকে তো চিনি—এই ছবির রংগুলি যদি আরো একটু উজ্জ্বল

—একটু ব্রাইটর করে দেন—বেশ কিছুটা ব্রাইটর—যেন চট করে চোখে পড়ে,—আর এই ফিমেল্ ফর্মটিকে আরেকটু স্পষ্ট ফিমেল করে দেন যদি—তবে আমি—আই এ্যাম মোর দ্যান্ শ্যুরোর যে—ক্লায়েন্ট্ মক্কেল একেবারে গলে পড়বে। তারপর এই একখানা পছন্দ হলে পর বাকি পাঁচ খানার জন্যে আর অতো ট্রাব্‌ল্‌স্ না নিলেও চলবে—আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন ক্লায়েন্ট কী চায়।' এই ধরনের বাণী আমিও নিজে দু' চার দালালের কাছ থেকে জীবনে বার কয়েক শুনেছি।

এ হেন গায়ে—পড়া 'বন্ধু' দালালের উপদেশ মতো কাজ করতে চিত্রকর যদি নারাজ হন তবে : 'ঐ তো আপনাদের দোষ মশাই, আপনারা যাকে বলে টু মাচ্ আর্টিস্ট হয়েই তো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নষ্ঠ করেন, আনকম্প্রমাইজিং টেম্পারামেন্টাল হয়ে নিজেদের ট্যালেন্ট নিয়ে নিজেরাই বসে আছেন আর দুর্ভোগ ভুগছেন। ক্লায়েন্ট্ মক্কেলরা আজকাল প্রেস্টিজের খাতিরে মডার্ন আর্ট চাইছে—সেটা যে আপনাদের কতো বড়ো সৌভাগ্যের কতো বড়ো সুযোগের কথা তা ভেবে দেখছেন না। কিন্তু এদেশের মক্কেলরা যতোই মডার্ন আর্ট চান না, তাঁরা তো কেউ পিকাসো-টিকাসোর ধার ধারেন না। যারা হেলে ধরতে পারে না তাদের কাছে একেবারে কেউটে নিয়ে গেলে চলে কি? ঘাবড়ে যাবে বুঝলেন না? তাই বলছি একটু হেরফের করে দিলেই যদি কাজটা মক্কেলের পছন্দ হয়ে যায় তবে আপনারও লাভ মডার্ন আর্টেরও লাভ। আমাদের কী বা এমন লাভ? বরং এই নতুন কিছুর ফ্যাড্ সামলানো তো আমাদের পক্ষে যাকে বলে এক নতুন হেড্-এক্ হয়েছে। মক্কেলদের আমরা চিনি—তাদের চেনাই আমাদের কাজ।...'

প্রসঙ্গত, দালালেরা দেখেছি অনেকেই প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হবার ট্যালেন্ট রাখেন। কেউ কেউ এ্যামেচার স্টেজে অভিনয় করেন।

শিল্পী যদি দালালের উপদেশ মতো ছবিতে পরিবর্তন করতে রাজি হন, নেহাৎ পেটের দায়ে কোনো কোনো শিল্পী তো হন, তখন : 'আপনাদের মতো ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টদের সহযোগিতা পেলে আমরা—পাব্‌লিসিটি যারা হ্যান্ডেল করি—আমরা এদেশের পাব্‌লিসিটির রাজ্যে হুলস্থুল বাধিয়ে দিতে পারি মশায়, দস্তুর মতো রেভোল্যুশন এনে দিতে পারি। ঐ তো আমাদের কাজ। নিত্য নতুন ট্যালেন্ট খুঁজে বার করে তাদের সমাজের মাঝখানে তুলে ধরা, এদেশের ক্রিয়েটিভ আর্টকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া। এই তো আমাদের কাজ। তা শুনুন, আপনি ঐ যে দামটা বললেন, তা অবশ্যি ফরেনের যে-কোনো দেশে হলে লুপে নিতো তাদের ক্লায়েন্ট্। কিন্তু এটা কোন দেশ তা ভুললে তো চলবে না। এদেশে এখনো টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শুরু হয়নি মশায়, হবো হবো করছে মাত্র।—দামটা আপনাকে কাজে কাজেই কমাতে হবে—অনেকটা কমাতে হবে। প্রথম কথা, ক্লায়েন্টের বাজেটে অতো বেশি টাকা ছবির জন্য ধরা হয়নি। তারপর প্রিন্টিং খরচ প্রচণ্ড পড়বে,—এসব জানাই তো আমাদের কাজ। কিন্তু ঘাবড়াবেন না মশায়, ঐ একটু রদবদল করে দিলে পর আপনার এ ছবি ক্লায়েন্ট এ্যাপ্রুভ্ করবেই—আফটার অল্ ক্লায়েন্টের পেছনে আমি নিজে লেগে

থাকবো তা ভুলবেন না। এই তো আমাদের কাজ। আর এটা এ্যাপ্রুভ হয়ে যাক তারপর বাকি পাঁচখানা সবই আপনাকে দিয়ে আঁকিয়ে নেয়াবো। তা হলেই তো হোলো? ধরুন একশ করে হলে ছ'খানায় সবশুদ্ধ ছশো হচ্ছে। মন্দ কী? তারপর একবার যখন এ ক্যালেন্ডার বাজারে বেরিয়ে দাঁড়াবে—হৈ হৈ পড়ে যাবে মশায়, হুলুস্থুলু পড়ে যাবে তখন আর কে পায় আপনাকে, তখন যা দাম হাঁকবেন তাতেই মক্কেলেরা রাজি হবে। যেই কেউ নতুন একটা কিছু করে বসল অমনি আর সবার তা এ্যাট এনি কস্ট করতেই হবে। মক্কেলদের আমরা চিনি তো, ঐ তো আমাদের কাজ। বলুন রাজি আছেন। তা হলে নিয়ে চললাম এ ছবিটা। কাল লাঞ্চেই মক্কেলের সঙ্গে দেখা হবে।…'

এইভাবে পাইকারি হিসেবে কাজ দেবার আশা দেখিয়ে স্বাধীন আর্টিস্টদের কাজের দাম খুচরো দরে নামানো হয়। তারপর অনেক ক্ষেত্রেই পাইকারি ফরমায়েশ দেওয়া হয় না,—দালাল অফিসিয়ালি চিঠিতে জানান যে ক্লায়েন্ট ঐ একখানির বেশি ছবি কিনতে রাজি নন। এতএব খুচরো দরেই ছবিটির দাম ধার্য হয়। সম্প্রতি আমার এক 'বন্ধু' আমায় মাঝখানে রেখে—এই কলকাতাতেই—কয়েকজন তরুণ গুণী শিল্পীর সৃষ্ট একটি চমৎকার এবং সম্পূর্ণ নতুন আইডিয়ার কাজ তাঁর ক্লায়েন্টের জন্যে ঠিক উপরোক্ত রীতিতে ভাঁওতা দিয়ে দর নির্মমভাবে কমিয়ে কিনেছেন। এই দুর্নীতি দালাল-কোম্পানীদের অন্যতম ব্যবসায়নীতি। ক্যালেন্ডারে অবশ্যি যথা সময়ে সে-ছবি বার হয়—আরো পাঁচজন স্বাধীন আর্টিস্টের নতুন শ্রেণীর পাঁচখানা ছবির সঙ্গে। কিন্তু বাজারে দাঁড়ালেও হৈ হৈ হুলুস্থুলু পড়ে যায় না, আরো শত শত ওঁছা কাজের ভিড়ে নতুন ভালো কাজ তলিয়ে যায়—ওঁছা ছবির চটক ভড়ং সবই বেশি। আর, সস্তা দামটা? চিত্রকরের ভাগ্যে তা অনেক সময়ে জোটে অবশ্যি—মাস চারেক হাঁটাহাঁটি লেখালেখির পর,—দালাল-কোম্পানির কমিশন বাদ দিয়ে নিশ্চয়। দালাল-কোম্পানির ঐ তো কাজ!

দালাল-কোম্পানির দুর্নীতির প্রভাব কোম্পানির অন্নপুষ্ট প্রতিভাবান চিত্রকরদেরও কী ভাবে অমানুষ করে তোলে তার একটি উদাহরণ এখানে দিতে চাই। আমার চেনা বোম্বায়ের এক বিখ্যাত ভদ্রসন্তান ভদ্রলোক নিজে নাম করা প্রতিভাবান চিত্রকর এবং মোটা মাইনেতে এক দালাল-কোম্পানিতে পরিণত প্রাচীন আর্ট ডাইরেক্টর। তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর এককালের সহপাঠী এক স্বাধীন এবং অত্যন্ত গুণী স্বনামধন্য চিত্রকর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমায় বলেছিলেন। আর্ট ডাইরেক্টর মশায় সহপাঠীর তাৎকালীন আর্থিক দুর্দশার কথা জানতে পেরে বন্ধুকে 'সাহায্য' করবার জন্যে একটি কাজে কমিশন করেন। চিত্রকর বন্ধুটি তখন নিজের তৈরি রঙে নিজস্ব স্টাইল আবিষ্কারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দিনরাত পাগলের মতো খাটছেন, এবং ঘরে তাঁর বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা, রুগ্না স্ত্রী, রুগ্ন সন্তান বুভুক্ষু—এসব আমার এবং আর্ট ডাইরেক্টরেরও স্বচক্ষে দেখা। বাড়ীওলার দয়ায় তখনো নিরাশ্রয় নয় এবং প্রতিবেশীদের দয়ায় উপবাসে থাকেন না, কিন্তু তাঁর স্কন্ধে বিপুল ঋণের বোঝা বিপুলতর হয়ে উঠছে প্রত্যহ। এ হেন অবস্থায় কমিশনটি পেয়ে চিত্রকরের কী আনন্দ হতে পারে তা অনুমান করা সহজ।

কাজটা এক কোটিপতি তৈল কোম্পানির প্রেস্টিজ্ ক্যালেন্ডারের জন্য একখানি ল্যান্ডস্কেপ্ আধুনিক ঢং-এ আঁকা চাই। ল্যান্ডস্কেপ্‌টি এদেশের নতুন কোনো এক বিশেষ তড়িতশক্তি উৎপাদনের বাঁধের এবং তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যকে বজায় রেখে হতে হবে,—এবং ফোটোগ্রাফিক্ হবে না আদৌ—সম্পূর্ণ আধুনিক ঢং-এ আঁকতে হবে।

চিত্রকর সেই বিশেষ বাঁধের স্থানে গিয়ে কয়েকদিন সম্পূর্ণভাবে স্টাডি করে এসে তাঁর নিজের তৈরি রঙে নিজের নতুন ঢঙে চমৎকার, আশ্চর্য সুন্দর, সানন্দ উদ্দীপনায় আঁকা বলিষ্ঠ এক ছবি সৃষ্টি করলে। সত্যই সে-এক দৃশ্যকাব্য—সে ছবি আমি পরে ক্যালেন্ডারে দেখেছি।

মূল ছবিটি যখন প্রথম নিয়ে গিয়ে চিত্রকর তাঁর আর্ট ডাইরেক্টর বন্ধুকে দেখালেন, বন্ধু তা দেখেই দু'হাতে চোখ ঢেকে মুখ বিকৃত করে—'এ্যাহ্, ছ্যা ছ্যা ছ্যা—দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে— ।' বলে আপ্যায়িত করলেন, তারপর পিতৃসুলভ স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন : 'চলবে না ব্রাদার, এ চলবে না, তোমার ওসব কাদা গোবোর পাঁকের রং-ও চলবে না আর অতো বেশি মডার্ন হলেও চলবে না। মিস্টার আর্-কে দেখালেই সায়েব হয় আঁৎকে উঠবেন নয় হেসে লুটোপুটি খাবেন। আমি তাঁকে চিনি তো, এই আমাদের কাজ। মাঝ থেকে আমার নামও ডুববে। চলবে না।—বোসো আমি হেল্‌প্ করছি— ।' বলেই ডাইরেক্টর মশায় দামি একখানা ভারি হাতে-তৈরি ড্রইং কাগজ তাঁর বোর্ডের ওপর ফেলে পেলিকানের পোস্টার রং দিয়ে ওপরে নীল আকাশ আর নীচে উজ্জ্বল কমলা জমিন লেপে দিয়ে বললেন : 'এর ওপরে এই ব্রাইট্‌নেস্ বজায় রেখে নতুন করে এঁকে আনো কালকেই। আর মনে রেখো, যদিও ফোটোগ্রাফিক হওয়া চাই না, তবু ঐ রকমের অন্-রিয়ালিস্টিকও চাই না, দুয়ের মাঝামাঝি হওয়া চাই। যাও, মন খারাপ কোরো না, আর তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি। আজকের দিনটা নষ্ট হোলো—আজ এ্যাপয়েন্টমেন্ট্ ছিলো মিস্টার আর—এর সঙ্গে।—তোমার কাছে পেলিকানের রং না থাকলে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে। আর তুলি? না কি আজকাল ঝাড়ু দিয়ে আঁকছো? তোমায় কিছু বলা যায় না। যে ক্ষ্যাপামি ঢুকেছে তোমার মাথায় আজকাল, কিছুই বলা যায় না।...'

বলা ভালো, সৌভাগ্যক্রমেই চিত্রকর বন্ধুর বিখ্যাত বদ্‌মেজাজ তখন অর্থাভাবের তাড়নায় সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা ছিলো : 'অন্য সময় হলে কী যে করে বসতাম তা জানি না—কিন্তু তখন আমাদের টাকার ভীষণ দরকার, কাজ পেয়ে কাজ ছেড়ে দিতে পারি না, তাই'—বলেছিলেন সেই বন্ধুটি আমায়, বেশ মনে আছে।

তার পরদিনই তিনি নতুন করে বেশ চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করে এঁকে নিয়ে ছবিটি ডাইরেক্টর বন্ধুকে দেখালেন। ডাইরেক্টর মহাশয়ের মুখে বিজয় গর্বের তৃপ্ত হাসি : 'ঠিক এই রকমটি চেয়েছিলাম। লাঞ্চ আওয়ারেই যাচ্ছি মিস্টার আর এর কাছে, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।' মিস্টার আর এর কাছে দু'খানি ছবিই নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন আর্ট ডাইরেক্টর মশায়।

ছবি দুটি নিয়ে একা প্রবেশ করলেন মিস্টার আর্ এর কক্ষে, চিত্রকর বন্ধু

ওয়েটিং রুমে বসে রইলেন উদ্বিগ্ন মনে।

মিস্টার আর্ জাতে বৃটিশ, তৈল কোম্পানির পাবলিক্ রিলেশন্ অফিসার। কিছুক্ষণ পরে আর্ট ডাইরেক্টর মশায় বেরিয়ে এলেন—চিত্রকরের প্রথম মূল ছবিটি মিস্টার আর্ দেখা মাত্রই পছন্দ করে নিয়ে রেখেছেন। দ্বিতীয়টি দেখেই ফেরৎ দিয়েছেন!—এবং মিস্টার আর্ চিত্রকরের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ প্রার্থনা জানিয়েছেন তৎক্ষণাৎ।—এরপর অবশ্যি আর্ট ডাইরেক্টর মশায় তাঁর বন্ধুটিকে 'সাহায্য' করবার সুযোগ আর কখনো পান নি।

উপরোক্ত উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার এই নয় যে আমার বক্তব্য : দালাল কোম্পানির আর্ট ডাইরেক্টর সবাই উপরোক্ত বিশেষ চরিত্রের ভদ্রলোকের মতোই দাম্ভিক, অজ্ঞ, অন্ধ। তাঁর বিপরীত চরিত্রও দেখেছি ঐ জগতে। কিন্তু বড়ো কথা এখানে এই যে দালাল=কোম্পানির চিত্রকরদের নিজস্ব স্বাধীনতা কারো থাকে না, থাকতে পারে না, থাকলে কোম্পানি চলে না। এবং অন্যদিকে—স্বাধীনতা না পেলে চিত্রকরের সকল গুণ সকল শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পেয়ে বিকৃতির পথে যেতে বাধ্য হয়—চিত্রকরের ব্যক্তিত্বকেও বিকৃত করে ফেলে। চাকুরে চিত্রকর নিত্য নতুন পণ্যের নিত্য নতুন চটক বাড়াবার তাগিদে চিত্রকে পণ্যের অলংকারে, পণ্যের সেবাদাসত্বে প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। আজ এ দেশের শত শত প্রতিভাবান চিত্রকর সেই গোলামি করছেন এবং চিত্রকে ক্ষণিক মূল্যের অবজ্ঞার পণ্যে পরিণত করছেন। এককালে এদেশেরই শত শত চিত্রকর ভাস্করেরা অমর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে গেছিলেন, সানন্দে সভক্তিতে তাঁদের সকল শক্তির চরম সদ্ব্যবহার করে গেছিলেন সংঘবদ্ধ ভাবে। আজকের চাকুরে চিত্রকরেরা চিরঅতৃপ্ত, এবং আর্ট ডাইরেক্টর ভিন্ন অন্যান্য চাকুরে, এমনকি স্বাধীন চিত্রকরেরাও আর্থিক দিক থেকেও চির অপরিতৃপ্ত। তাঁদের প্রতিভা ও শ্রমের নিঃসার ক্ষীণ প্রাণ ফসল কিনে বেচে দালালেরা মোটা অঙ্কের টাকা ঘরে তুলছে, রাজ সুখে জীবন কাটাচ্ছে।

একথা সর্বজন বিদিত—বিজ্ঞাপনদাতা বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলি বিজ্ঞাপন খাতে বছরে ২৩ লাখ থেকে ৫/৭ লাখ টাকা অবধি খরচ করেন কোন না কোন দালাল=কোম্পানির মারফতে। এবং শুনেছি কিন্তু বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে ঐসব মোটা টাকার ক্লায়েন্ট্ পাকড়াবার জন্যে ক্লায়েন্টের কর্তা ব্যক্তিদের প্রচুর খোশামোদিসহ বড়ো বড়ো হোটেলে প্রচুর ব্যয়ে প্রচুর সুখাদ্য সুপানীয় এবং রমণীয় রমণীদের দ্বারা সম্যকরূপে আপ্যায়িত করা হয়। শুনেছি এসব উৎসবগুলি বিজ্ঞাপনজগতে ঘটলেও যথাসম্ভব প্রাইভেটলি সম্পন্ন হয়। এসব কেচ্ছা আমি দালালকোম্পানির নিম্নতর বেতনের চাকুরে চিত্রকরদের মুখে শুনেছি, তাঁরা আবার তাঁদের স্টুডিয়োর বয়দের মুখে শুনেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ তা নিয়ে ঈর্ষা বা গ্লানি বোধ করেন না, বরং দেখেছি তাঁরা উৎফুল্ল চিত্তে বলেন : 'মোটা টাকার ক্লায়েন্ট্ পাকড়েছে আমাদের কোম্পানি অমুক বড়ো দালাল=কোম্পানিকে টেক্কা দেখিয়ে।' বোধহয় তারা পসার বৃদ্ধি বা বোনাস লাভের আশায় উৎফুল্ল হন। শুনেছি, বড়ো ক্লায়েন্ট্ পাকড়ানো উপলক্ষ্যে কোম্পানি

তার স্টাফদের কেক বিস্কুট চা বা কফি খাইয়ে আপ্যায়ন করেন। তাদের মতো একজন তরুণ চাকুরে চিত্রকর বলেছিলেন : 'সে সব কেক বিস্কুট আগের রাতের হোটেলের উৎসবের উচ্ছিষ্ট। আমি দূরে করে ফেলে দিয়েছিলাম ঘেন্নায় চা অবধি।'

কিন্তু, চাকুরে চিত্রকরদের ভাগ্যে যাই কেন না জুটুক আসল কথা, চিত্রকরদের প্রতিভা এবং শ্রম বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলবার জন্যই ঐ সব দালাল-কোম্পানিগুলি সৃষ্টি হয়েছে, চিত্র সম্পদ সৃষ্টি এবং চিত্রকরদের সমঝদারি পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে তো নয়। বিজ্ঞাপনের ব্যবসা আর দশটা আইন-সঙ্গত ব্যবসার মতোই ব্যবসা।

আরেক বিষয়ে ঐ কোম্পানিগুলি চিত্রকরদের জোরের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। অর্থবলের জোরে তাঁরা ছবি আঁকার সকল সরঞ্জাম রসদ বাজার থেকে প্রায় চেটে পুটে কিনে নেন। এবং তাঁরা সবাই বাঁধা খদ্দের। তাঁদের হাঁকাই মেটাবার পর রং তুলি ইত্যাদি দোকানে কদাচিত বাকি পড়ে থাকে। একে তো, এদেশের আর্ট-মূর্খ সরকার ছবি আঁকার রং তুলি ও অন্যান্য শিল্প কাজের রসদকে ট্যাক্সের তালিকায় বিলাস-দ্রব্য বলে সাব্যস্ত করেছেন, ফলে বিদেশী রং তুলি ইত্যাদির দাম আইনতই অগ্নি-মূল্য দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই। তারপর আমদানি ছাঁটায়ের ফলে পরিমাণও অসম্ভব কমে গেছে এবং অবাধ কালাবাজারি দেখা দিয়েছে। গত বিশ্ব যুদ্ধের সময়েও স্ক্যাপার বোর্ড ছিলো ৪৲ টাকায় ভারি এবং পুরো এক শীট, আজ তার এক-চতুর্থাংশ আয়তনের অতি হাল্কা শীটের দাম ২০৲ / ২৫৲ টাকা তাও প্রয়োজন মতো সংখ্যায় এবং প্রয়োজনের সময়ে বাজারে মেলে না। বিদেশী পোস্টার কালারের মুখ দেখা যায় না, গেলেও নিত্য তার দাম বেড়ে চলেছে, ভালো কাগজ, ক্যানভাস, তুলি দুষ্প্রাপ্য এবং অগ্নিমূল্য। যে পেলিকান ওয়াটার প্রুফ ড্রইং কালির দাম গত বছরেও ২৲ / ২৷৷ টাকা ছিলো আজ তা ৩০৲ টাকা এবং বাজারে পাওয়া যায় না, বিজ্ঞাপন দালাল-কোম্পানি থেকে চুরি করে কিনতে হয়, এবং তার তুল্য ভালো বাজারে কালি এদেশে আজও তৈরি হয় না—যা হয় তাতে সকল শ্রেণীর এবং উচ্চশ্রেণীর কাজ করা যায় না। লিনো কাট, উড্‌কাটের সরঞ্জাম, স্ক্যাপার বোর্ডের কলম, নানান পয়েন্টের ভালো নিব—কিছুই এদেশে আজও তৈরি হয় না বিদেশ থেকে কদাচিত কোনো দোকান আনেন যেন দয়া করে। —এই তালিকা সম্পূর্ণ করতে গেলে একটি পুস্তিকা লিখতে হয়। স্বাধীন চিত্রকর আজ রং তুলি ইত্যাদির দুর্ভিক্ষ গ্রস্থ। কিন্তু দালাল কোম্পানিদের স্টুডিয়োতে ছবি আঁকার রসদে কখনো ঘাটতি পড়ে না। শুনেছি, কন্দুর সত্য তা জানি না, দরকার হলে তাঁদের রসদ প্রাইভেটলি হাওয়াই জাহাজেও বিদেশ থেকে তুরন্ত এসে পৌঁছয়। তা তাঁরা অর্থবান সৌভাগ্যবান লোকবলে বলীয়ান—তাদের সুযোগ সুবিধা স্বভাবতই অসীম, তাঁদের কথা থাক আপাতত। দরিদ্র শিল্প-ছাত্রদের, সদ্য পাশ করা প্রথম পেশাদার শিল্পীদের এবং স্বাধীন অনির্দিষ্ট আয়ের পরিণত শিল্পীদের বিলাস-দ্রব্যের এবং কালোবাজারের দামে কাজের রসদ সরঞ্জাম কিনবার পয়সা কোথায়? একখানি ভালো কাজ বার করবার প্রস্তুতি পর্বে যে দীর্ঘকালব্যাপী স্টাডি, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সাধনা করতে হয় তার

জন্যে বেঁচে থাকার খরচ এবং প্রচুর কাজের রসদ সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়—এবং সে সব রসদ সরঞ্জাম সাচ্চা উচ্চ শ্রেণীর না হলেই চলে না। এবং তেমন ভালো রসদ সরঞ্জাম যদিই বা বাজারে আজ মেলে তার যা দাম দিতে হয় সে দামের টাকা একখানি ভালো কাজ বেচে তোলা দৈবের কৃপা না থাকলে সম্ভব হয় না—তাও কতো বছরে বিক্রি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই—বিক্রি হবেই তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এদেশে আজও সখ করে বহুমূল্য দিয়ে দেশী শিল্পীর মৌলিক কাজ কেনার মতো শিল্প-প্রেমিক ধনীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। শুধুমাত্র ঘটা করে বছরে একবার মাত্র কয়েকজন শিল্পীকে সরকারি আর্ট আকাদামি যে অর্থ পুরস্কার ও মানপত্রাদি দান করেন তাতে সরকারের আত্ম গৌরব বৃদ্ধি হতে পারে এদেশে চিত্রচর্চার প্রসার এবং সুযোগ সুবিধা কিছুই বর্তায় না। বেশির ভাগ—শত শত শিল্পী দুর্দশার তিমিরে ডুবে থাকেন—ব্যবসায়ীদের গোলামিতে আত্ম-সর্বস্ব সমর্পণ করতে বাধ্য হন।

স্বদেশে আজও যে সব রং তুলি ইত্যাদি পয়দা হয় তা বড়ো জোর শিশুদের খেলায় লাগতে পারে, কোনো স্থায়ী মূল্যবান শিল্প সম্পদ সৃষ্টি সে সব দিয়ে করা অসম্ভব। এদেশে আজও ভালো পেন্সিল বা প্যাস্টেল তৈরি হয় না যা নাকি বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, জাপানী সামগ্রীর পাশে দাঁড়াতে পারে। বহু-প্রয়োজনীয় ড্রইং কাগজ যা পাওয়া যায় তা রটিং কাগজের তুল্য। তুলি ভিজলেই পেখম ছড়ানো ন্যাতা বা ঝাড়ু। এ হেন দুরবস্থায় বিদেশী পেশাদারি কাজের উপযোগী শিল্পকাজের রসদ সরঞ্জামের দাম বাড়িয়ে দিলে, আমদানি কমিয়ে দিলে এবং দালাল কোম্পানিদের প্রায় একচেটে অধিকার দিলে এদেশের শিল্পীদের সর্বনাশ সাধন করা হয়, শিল্পচর্চাকে ব্যাহত করা হয়। আজও এদেশের যন্ত্র শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্যে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করলে যদি এদেশের যন্ত্রোৎপাদনের ক্ষতি না হয় তবে বিদেশ থেকে শিল্পীর একান্ত প্রয়োজনীয় রসদ সরঞ্জাম সব আমদানি করলে স্বদেশে সে সব তৈরি করার পথে কেন বাধা সৃষ্টি হবে? বরং বিদেশী মালের সঙ্গে পাল্লা দেবার সুস্থ প্রতিযোগিতায় দেশী মালের উৎকর্ষ দ্রুততর বৃদ্ধি পাওয়াই তো স্বাভাবিক। স্বদেশে যেদিন পেশাদারি কাজের উপযোগী শিল্পকাজের রসদাদি প্রস্তুত হবে সেদিন দেশের কোনো শিল্পীই বিদেশী মালের প্রয়োজন বোধ করবেন না।

আজ সরকারের আশু কর্তব্য—প্রথমত শিল্পকর্মে প্রয়োজনীয় রসদ সরঞ্জামাদিকে বিলাস দ্রব্যের পাংক্তেয় করা নাকচ করে তার দাম কমানো; এবং সেই সঙ্গে স্বদেশে উচ্চ-মানের এবং প্রচুর পরিমাণে শিল্প-সরঞ্জাম রসদাদি স্বদেশে যাতে সত্বর প্রস্তুত হয় তার জন্য যথা বিহিত করা; দ্বিতীয়ত—যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট রসদ সরঞ্জামাদি অবাধে বিদেশ থেকে আমদানি করতে দেওয়া; তৃতীয়ত যতোদিন উচ্চমানের শিল্পসামগ্রী স্বদেশে তৈরি না হয়—বিজ্ঞাপনের দালাল-কোম্পানিগুলি ও অন্যান্য অর্থবলে বলীয়ান স্টুডিয়োগুলির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ শিল্প-রসদ-সরঞ্জাম আইন করে বেঁধে দেওয়া। এক কথায় শিল্পীদের আর্থিক দুরবস্থার কথা মনে রেখে এবং তাঁদের কাজের প্রয়োজনের

দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্প-রসদ-সরঞ্জাম সরবরাহের বিধি ব্যবস্থা করা, আজ সরকারের জরুরি এবং গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য।

এ দেশের শিল্পীদের অর্থভাগ্য আজ সৌভাগ্যে পরিণত হতে পারে যদি এদেশের ধনী বিজ্ঞাপনদাতারা সরাসরি শিল্পীদের ডেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেন, যে টাকার মোটা অংক দালালদের তুলে দেন সে টাকা যদি শিল্পীরা পায় তবে এ দেশের শিল্পী ও শিল্পের অশেষ কল্যাণ হয়। এ দেশে আজ বিজ্ঞাপনদাতারাই শিল্পীদের সর্বাপেক্ষা বড়ো এবং সংখ্যায় বেশি পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা যদি শিল্পীদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন তাঁরা যতো উচ্চমানের কাজ শিল্পীদের কাছ থেকে পেতে পারেন তেমন দালালদের মারফতে পাওয়া অসম্ভব। এবং উচ্চমানের কাজ বিজ্ঞাপনে ব্যবহার হলেও দেশবাসীর শিল্পরুচি ও সুস্থ ও উন্নতস্তরে থাকতে পারে।—কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতারা আজ যে ভাবে সবাই দালাল-নির্ভর তাঁরাও প্রকারান্তরে দালালদের দয়া এবং রুচির অনুগত বৈ আর কিছু নয়। এবং দালালেরা যে ভাবে নানা রকমে তাঁদের ভর করে আছেন তা থেকে নিজেদের মুক্ত করাও তাঁদের পক্ষে খুব সহজ সাধ্য নয়। যাই হোক, আচিরে যে বিজ্ঞাপনদাতাদের হৃদয় বুদ্ধির পরিবর্তন হবে—রুচির পরিবর্তন সত্ত্বেও—এবং শিল্পী প্রেম ও শিল্প-সৌন্দর্যপ্রীতি দালাল-মুক্ত হবে তা আশা করা খুবই সম্ভব। সূর্য পশ্চিমে উদয়ের আশার মতোই মূর্খে অলীক আশা।

তবু তরুণ শিল্পীদের হতাশ হবার কারণ নেই বলেই আমি মনে করি। নিজেদের প্রাণ, প্রতিভা এবং শিল্পচর্চা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আর শিল্পের উচ্চমান বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তারা যদি দালাল ও দলাদলি এড়িয়ে সংঘবদ্ধ হতে পারেন এবং সরাসরি বিজ্ঞাপন দাতাদের অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারেন—তবেই তাঁদের ভাগ্য ফিরবে। কয়েকজন শিল্পী মিলিত হয়ে ছোটো ছোটো সমবায় সংঘ এবং সকল সমবায় মিলে বড়ো এক সংঘে তাঁরা যদি মিলিত হতে পারেন, বিজ্ঞাপনদাতাদের সকল কাজ সুরুচি সম্মতভাবে সরবরাহ করতে তো পারবেনই, সে সব কাজের পরেও তাঁদের সকলেরই স্বাধীনভাবে শিল্পানুশীল শিল্পচর্চা ও সৃষ্টির কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সুযোগ মিলবে অপরিসীম। এমন দিন তাঁরাই সংঘবদ্ধভাবে আনতে পারেন যেদিন পেশাদারি চিত্রকর শিল্পী হয়ে আর দালালদের গোলামী কারোকে করতে হবে না, বিজ্ঞাপনের জগতেও সত্যিকারের স্বদেশীয়তা এবং রেভোলিউশন আনতে পারবেন তাঁরা। সংঘবদ্ধ শিল্পীদের মধ্যে সানন্দ প্রতিযোগিতা দেখা দেবে, নানান সুস্থভাবের চিন্তার আদান প্রদান হবে, এদেশের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও নিত্য নতুন স্থায়ী মূল্যের শিল্প সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হবে, সমাজে বিজ্ঞাপন শিল্পের সম্মানিত স্থান লাভ হবে। এবং তখনই শিল্পীদের পক্ষে 'মাস্টার পীস' সৃষ্টি করে জগদ্বিখ্যাত হবার অশেষ সুবিধা মিলবে। আমার মনে হয় আজ ঐতিহ্যময় এ দেশের শত শত প্রতিভাবান শিল্পীদের পক্ষে প্রাচীনদের 'সংঘং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভার সম্পূর্ণ এবং সুস্থ সদ্ব্যবহারের—এমন কি মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্যেও নানা পন্থা।

আমাদের প্রাচীনেরা তাঁদের সংঘবদ্ধ জীবন ও কর্মের দ্বারা যে সব অমর সৌন্দর্য সৃষ্টির নিদর্শন এদেশের সর্বত্র তীর্থে তীর্থে রেখে গেছেন তার গৌরব আজ আমাদের শিল্পীদের একমাত্র এবং অক্ষয় পাথেয় করে জীবনে গ্রহণ করতে হবে তবেই আমাদের শিল্পী জীবন সার্থক করতে পারবো। বিজ্ঞাপন দালালের স্টুডিয়োতে বহু টাকার গোলামি করেও সে সার্থকতা কোনোদিনই লাভ করা সম্ভব হবে না—'হজ্জাম' হয়ে চিত্রবিদ্যার 'মাথা মুড়িয়েই' শিল্পী জীবনের অপচয় শিল্পীকে স্বচক্ষে দেখে যেতে হবে আজীবন, আর দেখে যেতে হবে শিল্পের - ক্রমশ নিম্নস্তরে অধঃপতন ও অপচয়। এবং একদিন শিল্পী ও তাঁর শিল্পও বিজ্ঞাপন জগত থেকে শূন্য পাত্রের মতো জঞ্জাল হিসেবে পরিত্যক্ত হওয়াও আশ্চর্য নয়। আমেরিকার বিজ্ঞাপনের কাজ আজ বেশিরভাগই ফোটোগ্রাফের দ্বারা সাধিত হচ্ছে—সে কথা আজ লক্ষ্য না করে উপায় আছে কি ? □

কলিকাতা
অগষ্ট ১১, ১৯৬৬